দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ...04 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গ্রন্থোন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা

শফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

বই সম্পর্কে প্রখ্যাত ফরাসী মনীষী ভিক্টর হুগো বলেছিলেন, 'গ্রন্থ হচ্ছে বিশ্বাসের অঙ্গ, গ্রন্থ মানব সমাজ ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জ্ঞান দান করে, গ্রন্থ হচ্ছে সভ্যতার রক্ষাকবচ ' লিও টলস্তয়ের মতে, জীবনে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। তা হচ্ছে, 'বই, বই এবং বই' ম্যাক্সিম গোর্কী বই সম্পর্কে বলেন, 'আমার মধ্যে যদি উত্তম কিছু থেকে থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছে ঋণী-- বই আমাকে দেখিয়েছে জীবনের পথ'। এমনি বিভিন্ন ধরনের উক্তি মনীষীগণ বিভিন্ন সময়ে উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বই সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে' মনীষীদের এসব বাণীই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গ্রন্থপাঠের অপরিহার্যতা প্রমাণ করে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় আজকে যে সভ্যতা রচিত হয়েছে এর মূল চাবিকাঠি হচ্ছে বই যে কারণে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দেশের গ্রন্থোন্নয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা চিহ্নিত করতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, কি অবস্থায় কখন, কিভাবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ১৯৬২ সালে, ইউনেস্কোর ঘোষণা ও তৎকালীন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন বলে ন্যাশনাল বুক সেন্টার ফর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশে অধিকতর ভালো বই প্রকাশ এবং যারা পুস্তক প্রকাশনার সংগে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রকাশনা সম্পর্কে সামগ্রিক সাহায্য করা জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বর্তমানে দেশের গ্রন্থ এবং গ্রন্থজগতের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছে। কর্মকাণ্ডের স্বরূপ নিম্নরূপঃ

জাতীয় এবং আঞ্চলিক গ্রন্থমেলার আয়োজন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণ

গ্রন্থপ্রকাশনা শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রন্থানুরাগীদের সংগঠিত করে গ্রন্থসুহৃদ সমিতি গঠন। গ্রন্থের বিক্রয়োন্নয়ন কার্যক্রমকে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা সহযোগিতা প্রদান।

প্রকাশনা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জরিপ পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে জ্ঞাত করা।

গ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্যসম্বলিত 'বই' নামে একটি মাসিক পত্রিকা, বাজারে চলতি বইয়ের তালিকা, প্রকাশনার উপর সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশ

প্রকাশনার উন্নত ধারাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থের অংগসৌষ্ঠব, অলংকরণ ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশনায় পুরস্কার প্রদান

প্রকাশনা শিল্পে বিশেষ অবদানের জন্যে গ্রন্থকেন্দ্র স্বর্ণপদক প্রদান।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেসরকারী গণপাঠাগারসমূহের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান

সংস্থার উপর ন্যস্ত সরকারের বিভিন্ন গ্রন্থোন্নয়ন সম্পর্কিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।

ঢাকার ওসমানী উদ্যানে অবস্থিত মহানগর পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠ্যাভ্যাসে আগ্রহী ঢাকা নগরের উৎসাহী পাঠকদের সরাসরি পাঠ ও তথ্য সুবিধা প্রদান

নতুন বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন, পাঠভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, গ্রন্থসপ্তাহ উদযাপন ও বইয়ের জন্য আইএসবিএন নম্বর প্রচলন ইত্যাদি

দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে নিয়মিত পাঠাভ্যাস সৃষ্টি হলেই গ্রন্থোন্নয়ন সম্ভব ১২ কোটি অধিবাসীর এই জনবহুল দেশে বর্তমান শিক্ষার হার প্রায় ২৬% এমনি একটি সাক্ষরতানির্ভর শিক্ষার গড় হারের পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে প্রকৃত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার নির্ধারণ করা সত্যিই দুঃসাধ্য। 'সবার জন্য বই' এই শ্লোগানটি কার্যকর করার জন্যই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কাজ করছে, একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বইয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ এখনও সৃষ্টি হয়নি। অন্যদিকে আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রত্যাশা অনুযায়ী পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠেনি আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমে বিদ্যমান পাঠ্যসূচি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে কার্যকর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, পেশাগত জীবনে গ্রন্থের সীমিত ব্যবহার, উপযোগী ও আকর্ষণীয় বইয়ের উৎপাদনের স্বল্পতা, পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা, ব্যাপক জনগণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি বাস্তব অবস্থানগুলি দেশে বর্তমান পাঠাভ্যাসের নিম্নহারের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র উল্লিখিত বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থেকেই আরও কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে নিয়ে কর্মপন্থা নির্ণয় করেছে। যেমনঃ ১. জাতীয় উন্নয়নে বইয়ের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করা। ২. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও গ্রন্থউন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা ৩. গ্রন্থপ্রকাশনা শিল্পের সঠিক উন্নয়ন করা ৪. সর্বস্তরে বইয়ের ব্যবহার ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করা

এসব লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে তার কিছু সার-সংক্ষেপ খতিয়ান দেয়া হলো

গ্রন্থমেলা

ক. **আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলাঃ** ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো ঘোষিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে প্রথম একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গ্রন্থমেলার আয়োজন করে ২০-২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এই আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় দেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা সংস্থা ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতসহ অনেক দেশ অংশগ্রহণ করে।

খ. **জাতীয় গ্রন্থমেলাঃ** জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকাণ্ডের অন্যতম হচ্ছে জাতীয় গ্রন্থমেলার আয়োজন ১৯৭৪ সালে ১৫ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত তদানীন্তন আর্ট কাউন্সিল ভবনে (বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমী। প্রথম জাতীয় গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয় এই মেলা ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলাসদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে রাজশাহী, খুলনা চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া ইত্যাদি জেলাসদরে জাতীয় গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পর্যন্ত মোট ১৫টি জাতীয় গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গ. **ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলাঃ** দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নাগালের মধ্যে বই নিয়ে যাওয়া, বইয়ের বাজার বৃদ্ধি এবং পাঠ্যাভ্যাসে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র নিজস্ব বুকভ্যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজন করে থাকে বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন থানাসদরে এধরনের ২০০টি মেলা সম্পন্ন করেছে বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে ন্যস্ত চলতি গ্রন্থোন্নয়ন প্রকল্পের অধীনেও অনুরূপ ১৫০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থমেলার আয়োজনের কর্মসূচী রয়েছে।

ঘ. **আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা ঃ** চলতি গ্রন্থোন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে ইতিপূর্বে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলাসদরে এমনি ৫টি আঞ্চলিক গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয়ভাবে গ্রন্থানুরাগীদের মধ্যে এই মেলা বিপুলভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে

ঙ. **বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলাঃ** বাংলাদেশের বইয়ের আন্তর্জাতিক বাজার প্রাপ্তির লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা এবং ইতিহাসকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশের বাইরে অন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলায় সরাসরি কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে থাকে যেমন দিল্লী, ফ্রাংকফুর্ট, লিপজিগ, টোকিও, শারজাহ, মস্কো, মিশর, বুলগেরিয়া, কলিকাতা, আগরতলা ইত্যাদি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বিগত শারজাহ অন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা '৯৩ কলিকাতা গ্রন্থমেলা'৯৪ 'দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একাদশ আন্তর্জাতিক গ্রন্থমেলা'৯৪ এবং আগরতলা বইমেলা'৯৪-এ অংশগ্রহণ করে। উল্লিখিত মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, জানা যায়, এ সমস্ত মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশী বইয়ের বিপুল চাহিদা বিদ্যমান।

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ক. **স্থানীয় বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কর্মশালাঃ** ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীন গ্রন্থোন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত গ্রন্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৫১ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মোট ৯৪৯জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন

খ. **বিদেশী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ** এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো টোকিও ও স্থানীয় ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ১৮৮২-৮৩, ১৮৮৬ ও ১৯৮৯ সালে জাপান, ভারত ও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থবিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ফেলোশীপ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থোন্নয়ন প্রকল্পের অধীন ৮টি বিষয়ের ওপর ৮টি ফেলোশীপ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা

বাংলাদেশে গ্রন্থনীতির অভাব দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হয়ে এসেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ তার সংগে সংগতি রেখে গ্রন্থের রচনা, প্রকাশ ও প্রসার সে অনুপাতে ঘটেনি। যথাযথ নির্দেশনা লাভ করলে এ ক্ষেত্রে যে যথোচিত উন্নতি লাভ করা সম্ভব একথা উপলব্ধ হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করতে গিয়ে গত ২২ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গ্রন্থনীতি প্রণয়নের ঘোষণা দেন পরবর্তী সময়ে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের জন্য এক আদেশ বলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক গ্রন্থনীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে জাতীয় গ্রন্থনীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে

পল্লী কবি জসীম উদ[…] চিরায়ত বাণী 'বই জ্ঞানের […] আনন্দের প্রতীক' মনীষী ম[…] বই সম্পর্কিত সেই বাণী 'বরং […] বই নিয়ে গরীব অবস্থায় চিলেকোঠায় থাকবো, তবু এমন রাজা হতে চাই না, যিনি পড়তে ভালোবাসেন না।' এই ভাবনাকে উদ্দেশ্য করে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র দেশে অধিক সংখ্যক মানুষকে গ্রন্থমনস্ক করে তোলা এবং এখানকার প্রকাশনা জগতকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে গ্রন্থোন্নয়ন পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। গ্রন্থের রচনা থেকে শুরু করে মুদ্রণ, প্রকাশনা বিপণন সংরক্ষণ ও পাঠের মধ্যে গ্রন্থজীবন আবর্তিত হয়ে থাকে এবং এই গ্রন্থ মানব জীবনের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে উন্নয়নের সহায়ক। এই কথাটি মনে রেখেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তার ব্যাপক ও বিস্তৃত কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের গ্রন্থোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে দেশের গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এই ভূমিকার কথা আশা করছি স্বীকার করবেন

[সংক্ষেপিত]